Naya Jamana Evening Edition.....9 October....adddddddd..._Layout 1 13-04-2026 15:35 Page 1

বাংলা আজ যা ভাবে

সংবাদ নয়া জামানা

সান্ধ্য সংস্করণ

২৯ চৈত্র ।। ১৪৩২।। সোমবার ১৩ এপ্রিল ২০২৬ ।। ১ ম বর্ষ ৩১১ সংখ্যা ।। ৫ পাতা

মেডিকা নার্সিং হোম

মাইক্রো সার্জারি অপারেশন করা হয়।

স্বাস্থ্য সাথী
SWASTHYA SATHI

স্বাস্থ্যসাথী কার্ডের সুবিধা রয়েছে

24/7 EMERGENCY SERVICE

24x7 Emergency Service and Care

ই.সি.জি. | ইউ.এস.জি | গাইনো সার্জারি

জেনারেল সার্জারি | রক্ত পরীক্ষা

ও.পি.ডি. | ডিজিটাল এক্স-রে | ফিজিওথেরাপি

বিভিন্ন ধরনের ইন্সুরেন্স কার্ডের মাধ্যমে অপারেশন করার সুব্যাবস্থা রয়েছে।

রতুয়া হাসপাতাল গেট

(বিউটি মেডিক্যালের পাশে), রতুয়া, মালদা

Contact : 9734190447 / 8967213824 /8637023374 / 8917598976

Naya Jamana Evening Edition.....9 October....adddddddd..._Layout 1 13-04-2026 15:35 Page 2

বাংলা আজ যা ভাবে

সংবাদ নয়া জামানা

সান্ধ্য সংস্করণ

২৯ চৈত্র ।। ১৪৩২।। সোমবার ১৩ এপ্রিল ২০২৬ ।। ১ ম বর্ষ ৩১১ সংখ্যা ।। ৫ পাতা

যুদ্ধের মেঘ এবার সরাসরি প্রভাব ফেলল তেলের দামে ঃ ট্রাম্পের নৌ-অবরোধের ঘোষণায় টালমাটাল অর্থনীতি

আড়ালে গণতন্ত্র ধ্বংসের ছক', মহিলা সংরক্ষণ বিল পাশে মোদি সরকারের 'তাড়া' নিয়ে উদ্বিগ্ন সোনিয়া

অরুণাচল নিয়ে চিনের 'কাল্পনিক' নামকরণ খারিজ ভারতের 'ভিত্তিহীন আখ্যান' দিয়ে সত্য বদলানো যাবে না

২৯৪ আসনেই প্রার্থী আমি

মোদী-যোগীকে তোপ মমতার

নয়া জামানা ডেস্ক ঃ মনোনয়নপত্র স্ক্রুটিনি নিয়ে নির্বাচন কমিশন ও বিরোধীদের তীব্র আক্রমণ শানালেন তৃণমূলনেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সোমবার বীরভূমের সিউড়িতে নির্বাচনী জনসভা থেকে ক্ষোভ উগরে দিয়ে তিনি বলেন, 'আমার মনোনয়ন নিয়ে ৪ ঘণ্টা স্ক্রুটিনিতে আমাকে জ্বালিয়েছে। আমি ছেড়ে দেব এদের? আপনারা ছাড়লেও আমি ছাড়ব না এদের।' বীরভূমের সিউড়ি ইরিগেশন কলোনির মাঠে তৃণমূল প্রার্থী উজ্জ্বল চট্টোপাধ্যায়ের সমর্থনে আয়োজিত এই সভায় মুখ্যমন্ত্রী স্পষ্ট জানান, রাজ্যের ২৯৪টি আসনেই আসল প্রার্থী তিনি নিজেই।সিউড়ির সভা থেকে উন্নয়নের ডালি সাজিয়ে মমতা জানান, বীরভূমের ডেউচা পাঁচামিতে ৩২ হাজার কোটি টাকা বিনিয়োগ হতে চলেছে। এর ফলে প্রায় ২ লক্ষ মানুষের কর্মসংস্থান হবে। বাংলার ১০৫টি সামাজিক প্রকল্পের কথা উল্লেখ করে তিনি সরাসরি চ্যালেঞ্জ ছুড়ে বলেন, 'আমাকে একটা জায়গা দেখিয়ে দিক... ১০৫টা সোশ্যাল স্কিম আছে বাংলায়।' বীরভূমের সঙ্গে নিজের শৈশবের নাড়ির টানের কথা মনে করিয়ে দিয়ে তিনি বলেন, এই মাটিতেই গরমের ছুটিতে মামাবাড়ি গিয়ে তাঁর দিন কাটত। পুকুরে সাঁতার কাটা থেকে মাঠের স্মৃতি আজও তাঁর টাটকা।বিরোধীদের 'ভাঁওতা' নিয়ে সরব হয়ে মমতা দাবি করেন, তৃণমূল যা প্রতিশ্রুতি দেয় তা পালন করে। লক্ষ্মীর ভান্ডার প্রকল্পের সাফল্যের কথা তুলে ধরে তিনি বলেন, 'আমরা ভোটের প্রতিশ্রুতিতে ভাঁওতা দিই না। বিহারে ভোটের আগে আট হাজার টাকা দিয়ে পরে ফেরত নিচ্ছে। আমি ভিডিয়ো দেখাতে পারি। তিন হাজার দেবে বলছে। কখনও এক হাজার টাকা দিয়েছ?' বিজেপি অ্যাকাউন্ট বানিয়ে টাকা দেওয়ার নাম করে কালো টাকা ঢোকাতে পারে বলেও আমজনতাকে সতর্ক করেন তিনি। তাঁর আশঙ্কা, পরে ইডি-সিবিআই দিয়ে হেনস্থা

করা হতে পারে সাধারণ মানুষকে।উত্তরপ্রদেশের 'বুলডোজার নীতি' নিয়েও যোগী আদিত্যনাথকে নিশানা করেন তৃণমূলনেত্রী। তিনি সাফ জানান, 'কাল একজন বলেছেন, উত্তরপ্রদেশের মতো এখানে বুলডোজার চলবে। মানেটা কী? আমি বুলডোজার-রাজনীতিতে বিশ্বাস করি না। ভালবাসার নীতিতে বিশ্বাস করি।' কর্মসংস্থান প্রসঙ্গে মোদী সরকারকে আক্রমণ করে তিনি প্রশ্ন তোলেন, 'বিজেপি দেবে চাকরি? রেলে গ্যাংম্যান নিয়েছে? সেনায় পদ খালি। তার পরেও বলছে চাকরি দেবে! চাকরি দেব আমরা।' তাঁর অভিযোগ, রাজ্য সরকার শূন্যপদ পূরণ করতে গেলেই কোর্টে মামলা করে আটকে দেওয়া হচ্ছে।বিজেপির বিরুদ্ধে 'জুমলা' ও 'ভোট কাটার ষড়যন্ত্রের' অভিযোগ তুলে মমতা প্রশ্ন করেন, 'তোমার নেতারা হলদিয়া বন্দর থেকে কত টাকা তোলে? কত টাকা যায় দিল্লি? সৌজন্যের খাতিরে আর বলছি না। ইশারাই কাফি... বুঝে নাও।' আরএসএস নেতাদের কটাক্ষ করে তিনি বলেন, 'মানুষের মাথায় বিষ ঢালা এদের ধর্ম!' মোদীর 'মন কি বাত' অনুষ্ঠানকেও আক্রমণ করতে ছাড়েননি তিনি। সবশেষে ভোটারদের উদ্দেশে তাঁর আবেগঘন প্রশ্ন, 'ভোটের দিন আমরা যদি যোদ্ধা হই, আপনারা আমার সহযোদ্ধা হবেন তো?'

৪ মে-র পর সব গুন্ডা জেলে

বোলপুরে দাঁড়িয়ে শাহী হুঙ্কার

নয়া জামানা ডেস্ক ঃ 'তৃণমূলের গুন্ডাদের উল্টো করে ঝুলিয়ে সোজা করব'; বীরভূমের বোলপুর থেকে ঠিক এই ভাষাতেই চরম হুঁশিয়ারি দিলেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। সোমবার পল্লীমঙ্গল ক্লাবের মাঠ থেকে নির্বাচনী জনসভায় শাহ সাফ জানান, রাজ্যে ৪ মে-র পর আসতে চলেছে ডবল ইঞ্জিন সরকার। আর তার পরেই দুর্নীতিগ্রস্ত থেকে শুরু করে সিন্ডিকেট রাজের কারবারিদের কড়া দাওয়াই দেওয়া হবে। দুষ্কৃতীদের উদ্দেশে তাঁর সাফ বার্তা, '২৩ এপ্রিল ঘরে বসে থাকবেন, না হলে ৫ মে খুঁজে খুঁজে জেলে ভরব।' বীরভূমের মাটি থেকেই শাহ পরিবর্তনের ডাক দিয়ে বলেন, 'মমতার সরকারকে টাটা-বাই করে দিন।' বোলপুরের মঞ্চে উঠেই রণংদেহি মেজাজে ধরা দেন শাহ। প্রথমেই নিরাপত্তারক্ষীদের সরিয়ে তিনি নির্দেশ দেন যাতে চেকিং ছাড়াই সাধারণ মানুষকে সভাস্থলে ঢুকতে দেওয়া হয়। সাধারণ মানুষের প্রতি তাঁর বার্তা, 'কাউকে আটকাতে হবে না।' এর পরেই সরাসরি তৃণমূলকে নিশানা করে তিনি বলেন, 'বোমের জবাব ব্যালটে দিন। ভয়ের জবাব ভরসায় দেবে পশ্চিমবঙ্গের জনতা। বীরভূমবাসীকে বলছি, আপনারা মেশিনে পদ্ম খুঁজে নিন। মমতার সব গুন্ডাকে বিজেপি খুঁজে বের করবেই।' রাজ্যের আইন-শৃঙ্খলা ও অনুপ্রবেশ নিয়ে শাসকদলকে একহাত নিয়ে শাহ দাবি করেন, তৃণমূল কোনোভাবেই অনুপ্রবেশ আটকাতে পারবে না। ৪ মে-র পর অনুপ্রবেশকারীদের খুঁজে দেশ থেকে

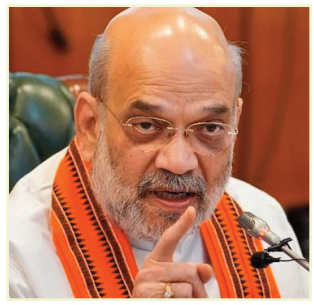

বের করার অঙ্গীকার করেন তিনি। রাজ্যের একাধিক দুর্নীতি প্রসঙ্গে শাহের আক্রমণ ছিল অত্যন্ত তীক্ষ্ণ। ২৬ হাজার শিক্ষকের চাকরি থেকে শুরু করে পুরসভা, রেশন, আবাস যোজনা ও মনরেগার টাকা লুটের অভিযোগ তুলে তিনি বলেন, 'জলজীবন মিশনের কোটি কোটি টাকা মোদীজি পাঠালেও তৃণমূলের গুন্ডারা সেই টাকা খেয়ে নিয়েছে। ময়ূরেশ্বরে এমন রাস্তা বানিয়েছে যা হাত দিলেই উঠে আসে।' এমনকি শান্তিনিকেতনে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ঘর ভেঙে দেওয়ার অভিযোগ তুলে তিনি বলেন, 'এরা বাংলার সংস্কৃতি রক্ষা করতে পারে না। মোদীজি শান্তিনিকেতনকে ইউনেস্কো-র স্বীকৃতি এনে দিয়েছেন এবং বাংলা ভাষাকে শাস্ত্রীয় সম্মান দিয়েছেন।' কাটমানি ও সিন্ডিকেট প্রসঙ্গে শাহের হুঁশিয়ারি, 'যারা গরিবের ঘর তৈরির টাকা মেরেছে, তাদের উল্টো ঝুলিয়ে সোজা করবে বিজেপি সরকার।' মহিলা নিরাপত্তা নিয়ে শাহ সরাসরি বিঁধেছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে। আরজি কর বা দুর্গাপুরের ঘটনার প্রসঙ্গ টেনে তিনি ক্ষোভ উগরে দিয়ে বলেন, 'মহিলা মুখ্যমন্ত্রী হয়েও তিনি মা-বোনেদের সুরক্ষা দিতে পারেন না। উল্টে প্রশ্ন করা হয় রাতে কেন তারা বাইরে বেরিয়েছে! আমরা এমন বাংলা গড়ব যেখানে রাত ১টাতেও মেয়েরা স্কুটিতে নিরাপদে ঘুরতে পারবে।' বীরভূমে দাঁড়িয়ে শাহ আরও এক গুরুত্বপূর্ণ ঘোষণা করেন। তিনি জানান, রাজ্যে বিজেপি ক্ষমতায় এলে অভিন্ন দেওয়ানি বিধি বা 'ইউসিসি' চালু করা হবে। শাহের দাবি, 'ইউসিসি চালু হলে চার বার বিয়ে করার প্রথা চিরতরে বন্ধ হয়ে যাবে।' সব মিলিয়ে বোলপুরের সভা থেকে শাহ স্পষ্ট করে দিলেন, আগামীর বাংলায় ডবল ইঞ্জিন সরকারই হবে বিকাশের একমাত্র পথ। বীরভূমের খয়রাশোল ও পশ্চিম বর্ধমানেও তাঁর কর্মসূচি রয়েছে বলে জানা গিয়েছে। ফাইল ফটো।

Naya Jamana Evening Edition.....9 October....adddddddd..._Layout 1 13-04-2026 15:35 Page 3

নয় স্ত্রী'র 'চাহিদা' সামলে ক্লান্ত বর

যৌন ক্ষুধা না মেটাতে পারায় ঘর ছাড়লেন এক স্ত্রী !

নয়া জামানা ডেক্স ঃ ব্রাজিলের তরুণ মডেল আর্থার ও উরসো আবারও আন্তর্জাতিক সংবাদমাধ্যমে আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে। 'ফ্রি লাভ' বা মুক্ত ভালোবাসার ধারণা প্রচার এবং একগামিতার বিরোধিতা করার উদ্দেশ্যে তিনি একসঙ্গে নয়জন মহিলাকে বিয়ে করেছিলেন। সাও পাওলোর একটি ক্যাথলিক গির্জায় তাঁর প্রথম স্ত্রী লুয়ানা কাজাকির সঙ্গে আরও আটজন মহিলাকে প্রতীকীভাবে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ করা হয়। তবে ব্রাজিলে পলিগ্যামি বা বহুবিবাহ আইনত নিষিদ্ধ হওয়ায় এই বিবাহগুলোর কোনও আইনি স্বীকৃতি নেই।প্রথমে বিষয়টি রঙিন ও আলোচনার উপযোগী মনে হলেও সময়ের সঙ্গে সঙ্গে ক্রমে ফাটল ধরতে শুরু করেছে এই বহুগামি সংসারে। নয় স্ত্রীকে সমানভাবে সময় ও স্নেহ দিতে না পেরে আর্থার শুরু করেছিলেন এক ধরনের 'সেক্স রোটা'; অর্থাৎ যৌন সম্পর্কের সময়সূচি। কোন দিন কোন স্ত্রীকে সময় দেওয়া হবে, তা অনুযায়ী সাজানো ছিল এই সূচি। তিনি মনে করেছিলেন এতে সবার চাহিদা পূরণ হবে। কিন্তু পরিস্থিতি হয়েছিল উল্টো।

আর্থার স্বীকার করেছেন, নির্দিষ্ট সময়সূচি অনুসরণ করতে গিয়ে অনেক সময় তিনি বাধ্য হয়ে ঘনিষ্ঠ হতেন, যেখানে স্বাভাবিক আনন্দ বা স্বতঃস্ফূর্ততা অনুপস্থিত ছিল। কখনও বা তিনি একজন স্ত্রীর সঙ্গে ঘনিষ্ঠ মুহূর্তে থেকেও অন্য একজনের কথা ভাবতেন, যা সম্পর্ককে আরও জটিল করেছিল।তিনি বলেন, সময় বেঁধে দেওয়ার পর যৌনতা যেন কর্তব্যের মতো হয়ে দাঁড়িয়েছিল, আনন্দের মতো নয়। তাই শেষ পর্যন্ত সেই সময়সূচি বাতিল করা হয়, এবং এখন সব কিছুই স্বাভাবিক প্রবাহে চলতে দেওয়া হচ্ছে। আর্থার জানাচ্ছেন, এতজন সঙ্গী থাকলে স্নেহ বা মনোযোগের অভাব হয় না, তাই নির্দিষ্ট নিয়ম মানার প্রয়োজনও পড়ে না।তবে সমস্যা একেবারে শেষ হয়নি। স্ত্রীদের মধ্যে মাঝে মাঝে ঈর্ষা দেখা দেয়, বিশেষত যখন তিনি কাউকে দামি উপহার দেন এবং অন্য কেউ তুলনামূলক কম মূল্যমানের কিছু পান। আর্থার বলেন, প্রতিদিনই তাঁদের সকলের মনোযোগ, স্নেহ ও ঘনিষ্ঠতার দাবি থাকে, এবং কারও ক্ষেত্রে বেশি বা কম করলে মনোমালিন্য তৈরি হয়। তিনি নিজেও স্বীকার করছেন যে সম্পর্কের এই নতুন কাঠামো এখনও তাঁর শেখার পর্যায়ে।এই জটিল সংসারজীবনে বড় ধাক্কা আসে যখন তাঁর স্ত্রীদের একজন, আগাথা, বিচ্ছেদের সিদ্ধান্ত নেন। আগাথা জানান, তিনি আবার একগামি সম্পর্কের দিকে ফিরে যেতে চান এবং আর্থারকে একা নিজের জন্য চাইছেন।

আর্থার বলেন, আগাথার এই সিদ্ধান্ত তাঁকে ব্যথিত করেছে, তবে তিনি এখনই নতুন কাউকে দলে নেওয়ার পরিকল্পনা করছেন না। অন্য স্ত্রীদের মতে, আগাথা প্রকৃত অনুভূতির চেয়ে বেশি রোমাঞ্চের জন্যই এই সম্পর্কের অংশ হয়েছিলেন।বর্তমানে আর্থার তাঁর আট স্ত্রীকে নিয়ে 'অনলিফ্যানস'-এ কনটেন্ট তৈরি করলেও স্বীকার করছেন যে বহুগামি সংসার পরিচালনা করা মোটেই সহজ নয়। তবু তিনি দাবি করেন, সম্পর্ককে স্বাভাবিক প্রবাহে চলতে দিলে এবং সবাইকে সমানভাবে মর্যাদা দিলে এই বহুবিবাহের পরীক্ষাটি সফল করা সম্ভব।

রাতের পৃথিবীতে বাড়ছে অন্ধকার !

নয়া জামানা ডেক্স ঃ পৃথিবীর রাতের চেহারা দ্রুত বদলে যাচ্ছে। একদিকে শহর, শিল্পাঞ্চল ও উন্নত দেশগুলিতে রাত ক্রমশ উজ্জ্বল হয়ে উঠছে, অন্যদিকে কিছু অঞ্চল আবার আগের তুলনায় আরও অন্ধকারে ডুবে যাচ্ছে। স্যাটেলাইট চিত্র ও বৈজ্ঞানিক গবেষণায় উঠে এসেছে এই বৈপরীত্যপূর্ণ বাস্তবতা, যা পরিবেশ, অর্থনীতি এবং মানবজীবনের উপর গভীর প্রভাব ফেলছে।এই পরিবর্তনের মূল কারণ 'কৃত্রিম আলোর' বিস্তার। শহরের রাস্তার আলো, বিলবোর্ড, আবাসন প্রকল্প, শিল্প কারখানা; সব মিলিয়ে রাতের আকাশ ক্রমেই আলোকিত হচ্ছে। বিশেষ করে এশিয়া ও আফ্রিকার দ্রুত উন্নয়নশীল দেশগুলিতে এই প্রবণতা সবচেয়ে বেশি দেখা যাচ্ছে। নগরায়ন ও অর্থনৈতিক বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে বিদ্যুৎ ব্যবহার বেড়েছে, যার সরাসরি প্রভাব পড়ছে রাতের আলোর উপর।তবে এই উজ্জ্বলতার আড়ালে লুকিয়ে রয়েছে কিছু উদ্বেগজনক দিক। গবেষকরা জানাচ্ছেন, অতিরিক্ত কৃত্রিম আলো মানুষের স্বাভাবিক জৈব ঘড়িকে ব্যাহত করে। এর ফলে ঘুমের সমস্যা, মানসিক চাপ, এমনকি দীর্ঘমেয়াদে স্বাস্থ্যঝুঁকিও বাড়তে পারে। শুধু মানুষ নয়, পাখি, কীটপতঙ্গ ও অন্যান্য প্রাণীর আচরণেও এর প্রভাব

পড়ছে। অনেক পাখি রাতের আলোতে বিভ্রান্ত হয়ে পথ হারায়, আর পোকামাকড়ের সংখ্যা কমে যাওয়ায় খাদ্যশৃঙ্খলেও পরিবর্তন আসছে।অন্যদিকে, পৃথিবীর কিছু অঞ্চল ধীরে ধীরে অন্ধকার হয়ে যাচ্ছে;যা একেবারেই ভিন্ন বাস্তবতার ইঙ্গিত দেয়। এই অন্ধকারের কারণ হতে পারে অর্থনৈতিক সংকট, জনসংখ্যা হ্রাস, অথবা রাজনৈতিক অস্থিরতা।

উদাহরণস্বরূপ, যুদ্ধবিধ্বস্ত এলাকা বা দুর্বল অবকাঠামোর দেশগুলিতে বিদ্যুৎ সরবরাহ অনিয়মিত হয়ে পড়ছে, ফলে রাতের আলো কমে যাচ্ছে। কিছু উন্নত দেশেও শক্তি সাশ্রয় নীতির কারণে ইচ্ছাকৃতভাবে আলো কমানো হচ্ছে।এই দ্বৈত প্রবণতা পৃথিবীর উন্নয়নের অসম চিত্রকে তুলে ধরে।

যেখানে একদিকে প্রযুক্তি ও অর্থনীতি অগ্রগতি ঘটাচ্ছে, অন্যদিকে অনেক অঞ্চল এখনও মৌলিক পরিকাঠামোর অভাবে পিছিয়ে রয়েছে। রাতের আলো তাই কেবল দৃশ্য পরিবর্তন নয়, বরং একটি গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক ও অর্থনৈতিক সূচক হিসেবেও বিবেচিত হচ্ছে।বিশেষজ্ঞরা সতর্ক করছেন, নিয়ন্ত্রণহীন আলো ব্যবহারের ফলে পরিবেশের ভারসাম্য নষ্ট হতে পারে। তাই অনেক দেশ এখন 'স্মার্ট লাইটিং' বা নিয়ন্ত্রিত আলোকব্যবস্থা চালু করার দিকে ঝুঁকছে। এলইডি লাইট ব্যবহার, নির্দিষ্ট সময়ে আলো বন্ধ রাখা, এবং পরিবেশবান্ধব আলোর নীতি গ্রহণের মাধ্যমে এই সমস্যার সমাধান সম্ভব বলে মনে করা হচ্ছে।সব মিলিয়ে, পৃথিবীর রাত এখন এক নতুন বাস্তবতার প্রতিচ্ছবি;যেখানে একদিকে ঝলমলে আলো, অন্যদিকে গভীর অন্ধকার।

এই বৈপরীত্য আমাদের মনে করিয়ে দেয়, উন্নয়নের সঙ্গে সঙ্গে ভারসাম্য রক্ষা কতটা জরুরি।

গালিগালাজ করলেই ৫০০ টাকা জরিমানা

নয়া জামানা ডেক্স ঃ ছোটখাটো বিষয়েই গালিগালাজ। সামান্য কথা কাটাকাটির মধ্যেও অকথ্য ভাষায় গালিগালাজ করার অভ্যাস এবার চিরতরে দূর করতে কড়া পদক্ষেপ। যা প্রযোজ্য আট থেকে আশি সকলের জন্যেই। গোটা গ্রামে এবার থেকে শালীনতা বজায় রাখতে কড়া পদক্ষেপ করা হল। গালিগালাজ করলেই জরিমানা করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। জরিমানা দিতে না পারলে এক ঘণ্টা ধরে গ্রাম পরিষ্কার, পরিচ্ছন্ন রাখার কাজ করতে হবে। সর্বভারতীয় সংবাদমাধ্যম সূত্রে জানা গেছে, সম্প্রতি এই নিয়মটি চালু হয়েছে মধ্যপ্রদেশের বুরহানপুর জেলার বরসার গ্রামে। জানা গেছে, কটুক্তি, অকথ্য ভাষায় গালিগালাজ করলেই এবার থেকে কড়া পদক্ষেপ করা হবে। গালিগালাজ করলেই ৫০০ টাকা জরিমানা নতুবা এক ঘণ্টা ধরে সাফাইয়ের কাজ করতেই হবে। সম্প্রতি গ্রাম পঞ্চায়েতে দীর্ঘ আলোচনার পর এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। গোটা গ্রামে পোস্টার লাগানো হয়েছে। গ্রামের মধ্যে অশালীন আচরণ এবং অশ্রাব্য ভাষায় গালিগালাজ করার অভ্যাস নিয়ন্ত্রণ করার জন্যেই

এহেন পদক্ষেপ করা হয়েছে। পঞ্চায়েতের উপপ্রধান বিনোদ শিন্ডের কথায়, গত কয়েক বছরে এই গ্রামেই শুধুমাত্র বয়স্কদের মধ্যেই নয়, নাবালকদের মধ্যেও গালিগালাজ করার প্রবণতা বেড়ে গিয়েছিল। মহিলাদের লক্ষ্য করে কটুক্তি, অশ্লীল ইঙ্গিত, গালিগালাজ প্রায়ই শোনা যেত। এই ধরনের ঘটনা উত্তোরত্তর যাতে না ঘটে, সেই কারণেই এই কড়া পদক্ষেপ করা হয়েছে। স্থানীয় এক বাসিন্দা জয়শ্রী জানিয়েছেন, 'জরিমানার পদক্ষেপ করার পর থেকেই সকলে এখন সতর্ক। আগে নিষেধ করার পরেও কমবয়সিরা গালিগালাজ করত। এখন আর গ্রামের মধ্যে অশ্লীল ভাষায় কেউ ঝগড়া করছেন না। এমনকী কথায় কথায় অশ্রাব্য ভাষায় গালিগালাজ করার প্রবণতাও নেই।'

ওই গ্রামেরই এক যুবক অশ্বিন পাটিল এই প্রস্তাব দিয়েছিলেন পঞ্চায়েত প্রধান ও উপ প্রধানকে। এরপরই গ্রাম পঞ্চায়েতে দীর্ঘ বৈঠক হয়।

পঞ্চায়েতের এই পদক্ষেপের পর যারপরনাই খুশি গ্রামের মহিলারাও। দিন কয়েকের মধ্যেই সকলের মধ্যে গালিগালাজ করাও কমে গেছে বলে জানিয়েছেন তাঁরা।

Naya Jamana Evening Edition.....9 October....adddddddd..._Layout 1 13-04-2026 15:35 Page 4

গান্ধীজি-কে কটূক্তি বিজেপি প্রার্থীর, সরব বিরোধীরা

বাবলু রহমান,নয়া জামানা , জলপাইগুড়ি ঃ ভোটের আগে ধূপগুড়ির রাজনৈতিক পরিবেশ হঠাৎই উত্তপ্ত হয়ে উঠেছে। বিজেপি প্রার্থী নরেশ রায়ের একটি মন্তব্যকে ঘিরে শুরু হয়েছে তীব্র বিতর্ক, যার জেরে রাজনৈতিক চাপানউতোরও বেড়েছে।জানা যায়, ১১ এপ্রিল সন্ধ্যায় নির্বাচনী প্রচারের সময় এক সভায় বক্তব্য রাখতে গিয়ে নরেশ রায় এমন একটি মন্তব্য করেন, যেখানে তিনি ভারতের জাতির জনক মহাত্মা গান্ধী-কে 'দেশদ্রোহী' বলে উল্লেখ করেছেন বলে অভিযোগ ওঠে। এই মন্তব্য প্রকাশ্যে আসতেই বিরোধীদের তীব্র প্রতিক্রিয়া দেখা যায়।১২ এপ্রিল দিনভর এই ইস্যুতে রাজনৈতিক টানাপোড়েন চলতে থাকে। তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষ থেকে প্রতিবাদ জানানো হয় এবং সন্ধ্যায় একটি মিছিলও বের করা হয়। সেই মিছিল থেকে বিজেপি প্রার্থীর গ্রেপ্তারের দাবি তোলা হয়। স্থানীয় তৃণমূল নেতৃত্বও কড়া ভাষায় আক্রমণ শানায়।এই

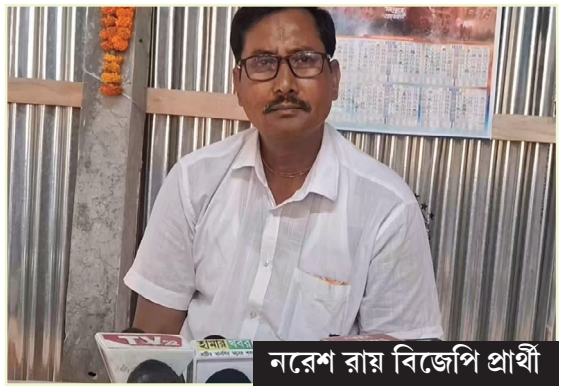

নরেশ রায় বিজেপি প্রার্থী

পরিস্থিতিতে কিছুটা চাপে পড়ে বিজেপি শিবির। পরে সাংবাদিক বৈঠক করে নরেশ রায় নিজের অবস্থান স্পষ্ট করার চেষ্টা করেন। তিনি বলেন, তিনি মহাত্মা গান্ধী-কে সম্মান করেন এবং তাঁর সম্পর্কে এমন মন্তব্য করার প্রশ্নই ওঠে না।তবে বিতর্কিত মন্তব্য প্রসঙ্গে তিনি স্পষ্ট জবাব না দিয়ে বারবার সোশ্যাল মিডিয়ার দিকে ইঙ্গিত করেন। তাঁর দাবি, বর্তমান সময়ে প্রযুক্তির মাধ্যমে অনেক কিছু বিকৃত করা সম্ভব। যদিও তিনি সরাসরি কিছু বলেননি, তবুও তাঁর কথায় বোঝা যায় যে তিনি 'ভুয়ো বা বিকৃত ভিডিও'-র সম্ভাবনার কথা তুলে ধরতে চাইছেন।এখনও পর্যন্ত ওই ভিডিও বা মন্তব্যের সত্যতা পুরোপুরি যাচাই করা হয়নি। তবে এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে ভোটের আগে ধূপগুড়িতে রাজনৈতিক উত্তেজনা অনেকটাই বেড়ে গেছে।রাজনৈতিক মহলের মতে, এই ধরনের বিতর্ক নির্বাচনের আগে বড় প্রভাব ফেলতে পারে। তাই ভবিষ্যতে প্রার্থীদের আরও সতর্ক হয়ে বক্তব্য রাখার প্রয়োজন বলেই মনে করছেন অনেকে।

বিজেপি প্রার্থীর গাড়িতে হামলা, অভিযোগ তৃণমূলের বিরুদ্ধে

নয়া জামানা,কোচবিহার ঃ শীতলকুচি বিধানসভা কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী সাবিত্রী বর্মনের গাড়িতে হামলা চালানো হয়েছে। অভিযোগের তীর তৃণমূল কংগ্রেসের দিকেই।সূত্রের খবর, নির্বাচনী প্রচার সেরে ফেরার পথে বিজেপি প্রার্থীর গাড়ি মাথাভাঙ্গা থানার সামনে পৌঁছতেই আচমকা একদল দুষ্কৃতী হামলা চালায়। গাড়ি ভাঙচুর করা হয় বলে অভিযোগ, এমনকি প্রার্থীর নিরাপত্তা নিয়েও প্রশ্ন উঠেছে। ঘটনার সময় এলাকায় পুলিশ মোতায়েন থাকা সত্ত্বেও পুলিশের উপস্থিতিতে কীভাবে এই হামলা হল, তা নিয়েই শুরু হয়েছে তীব্র বিতর্ক।বিজেপি নেতৃত্বের দাবি, পুরো ঘটনাটি পরিকল্পিত। পুলিশের সামনেই পুলিশের মদতে এই ধরনের হামলা প্রমাণ করে প্রশাসনের নিরপেক্ষতা নিয়ে বড়সড় প্রশ্ন উঠছে। তাদের

অভিযোগ, রাজ্যের শাসকদলের মদতেই এই হামলা সংঘটিত হয়েছে এবং পুলিশ কার্যত নীরব দর্শকের ভূমিকা পালন করেছে।অন্যদিকে, তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষ থেকে সমস্ত অভিযোগ অস্বীকার করা হয়েছে। তাদের দাবি, বিজেপি নিজেরাই নাটক সাজিয়ে রাজনৈতিক ফায়দা তোলার চেষ্টা করছে। পুরো ঘটনাকে 'চক্রান্ত' বলেই দাবি শাসকদলের।এদিকে, ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় উত্তেজনা ছড়িয়েছে। সাধারণ মানুষের মধ্যেও প্রশ্ন;যেখানে থানার সামনে, পুলিশের উপস্থিতিতেই এমন ঘটনা ঘটে, সেখানে সাধারণ মানুষের নিরাপত্তা কতটা সুনিশ্চিত?ঘটনার তদন্ত শুরু হয়েছে বলে পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, যদিও এখনো পর্যন্ত কাউকে গ্রেফতার করা হয়নি। পুরো ঘটনায় প্রশাসনের ভূমিকা নিয়ে ক্রমশ চাপ বাড়ছে।

সড়ক দুর্ঘটনা, মৃত্যু সবজি বিক্রেতার

নয়া জামানা, অন্ডাল ঃ সোমবার সকাল ৭ঃ৩০ নাগাদ জাতীয় সড়ক ১৯-এর ওপর, অন্ডাল বিমানবন্দরের ঠিক সামনে একটি ভয়াবহ সড়ক দুর্ঘটনা ঘটেছে। সেন মার্কেট থেকে আন্দালের উদ্দেশ্যে সবজি নিয়ে যাওয়ার পথে একটি পিকআপ ভ্যান দুর্ঘটনার কবলে পড়ে।প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী, দুর্ঘটনায় এক সবজি বিক্রেতা ঘটনাস্থলেই প্রাণ হারান এবং আরও বেশ কয়েকজন সামান্য আহত হন। অন্ডাল থানার পুলিশ ও ট্রাফিক আধিকারিকরা দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছান এবং পরিস্থিতি স্বাভাবিক করার কাজে হাত লাগান।

পোস্টাল ব্যালটে ভোটে বিএলও-র সঙ্গে বচসায় মৃত্যু বৃদ্ধ ভোটারের

নয়া জামানা, রায়গঞ্জ ঃ ছাব্বিশের বিধানসভা নির্বাচনকে সামনে রেখে সোমবার থেকে শুরু হয়েছে পোস্টাল ব্যালটে ভোটগ্রহণ। ৮৫ বছরের ঊর্ধ্বে প্রবীণ ভোটারদের বাড়ি বাড়ি গিয়ে ভোট নেওয়ার এই প্রক্রিয়ার শুরুতেই উত্তর দিনাজপুরের রায়গঞ্জে ঘটে গেল চাঞ্চল্যকর ঘটনা। ভোটগ্রহণ ঘিরে বচসার জেরে অসুস্থ হয়ে মৃত্যু হল এক বৃদ্ধার। ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় উত্তেজনা ছড়ায়, পরিস্থিতি সামাল দিতে হস্তক্ষেপ করে পুলিশ। ইতিমধ্যেই ঘটনার তদন্ত শুরু হয়েছে বলে প্রশাসনের তরফে জানানো হয়েছে।স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, রায়গঞ্জের মারাইকুড়া গ্রাম পঞ্চায়েতের ভিটি কাটিহার গ্রামের বাসিন্দা বছর পঁচাশির তনিজা বিবির বাড়িতে সোমবার

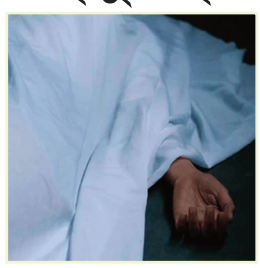

সকালে পোস্টাল ব্যালট নিয়ে যান সংশ্লিষ্ট বুথ লেভেল অফিসার (বিএলও) অলোক সুর রায়। তাঁর সঙ্গে কেন্দ্রীয় বাহিনীর জওয়ানরাও উপস্থিত ছিলেন। অভিযোগ, ভোট দেওয়ার সময় তনিজা বিবি জানান, তাঁর হাত অকেজো থাকায় তিনি নিজে ভোট দিতে পারবেন না এবং পরিবারের অন্য কেউ তাঁর হয়ে ভোট দিক। কিন্তু নির্বাচন বিধি অনুযায়ী তা সম্ভব নয় বলে বিএলও তাঁকে জানান এবং নিজেকেই ভোট দেওয়ার কথা বলেন।এই নিয়ে দু'পক্ষের মধ্যে কথা কাটাকাটি শুরু হয়। প্রতিবেশীরাও ঘটনাস্থলে জড়ো হলে পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। সেই সময় আচমকাই অসুস্থ হয়ে পড়েন তনিজা বিবি। দ্রুত তাঁকে রায়গঞ্জ মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তাঁর মৃত্যু হয়।বৃদ্ধার মৃত্যুর পর ক্ষুব্ধ এলাকাবাসী বিএলও-র বিরুদ্ধে ক্ষোভ উগরে দেন। পথ অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখানো হয়। খবর পেয়ে পুলিশ গিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। স্থানীয় মহকুমাশাসক তন্ময় বন্দ্যোপাধ্যায় জানিয়েছেন, পোস্টাল ব্যালটকে ঘিরে অশান্তির খবর পাওয়া গিয়েছে এবং এক বৃদ্ধার মৃত্যুর ঘটনাও সামনে এসেছে। পুরো বিষয়টি খতিয়ে দেখা হচ্ছে বলে তিনি জানিয়েছেন।

রাতের অন্ধকারে বাড়ি বাড়ি গিয়ে প্রচার, আটক ওড়িশার ২ বিজেপি কর্মী

নয়া জামানা, পটাশপুর ঃ ভিনরাজ্য থেকে আসা দুই বিজেপি কর্মীকে ঘিরে চাঞ্চল্য ছড়াল পটাশপুরে। রাতের অন্ধকারে গ্রামে গ্রামে ঘুরে প্রচার চালানোর অভিযোগকে কেন্দ্র করে তাঁদের আটক করেন স্থানীয়রা। তাঁদের ওড়িশা থেকে আসা বিজেপি কর্মী বলে জানা গেছে এবং পরে পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছায়।স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, ওই দুই ব্যক্তি রাতের সময় বাড়ি বাড়ি গিয়ে হিন্দিভাষায় রাজনৈতিক কথা বলছিলেন বলে অভিযোগ। এ ঘটনায় এলাকায় সন্দেহ তৈরি হয় এবং স্থানীয়রা তাঁদের চোর সন্দেহে আটক করে থানায় খবর দেন।ধৃতদের দাবি, তাঁরা বিজেপির নির্দেশে নির্বাচনী প্রচারের জন্য ওড়িশা থেকে এসেছিলেন এবং তাঁদের কাছে প্রয়োজনীয় অনুমতিপত্র রয়েছে। তবে স্থানীয়দের অভিযোগ, রাতের অন্ধকারে বহিরাগতদের উপস্থিতি নিয়ে আতঙ্ক তৈরি হয়েছে এবং নিয়ম ভঙ্গের প্রশ্ন উঠছে।এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে রাজনৈতিক চাপানউতোর শুরু হয়েছে। তৃণমূলের অভিযোগ, বিজেপি ভিনরাজ্য থেকে লোক এনে সংগঠন চালাচ্ছে। তাদের দাবি, স্থানীয় সংগঠন দুর্বল বলেই বাইরে থেকে কর্মী এনে প্রচার চালানো হচ্ছে। অন্যদিকে বিজেপির দাবি, এটি সম্পূর্ণ বৈধ নির্বাচনী কর্মসূচির অংশ এবং ইচ্ছাকৃতভাবে বিভ্রান্তি ছড়ানো হচ্ছে।পুলিশ জানিয়েছে, পুরো বিষয়টি তদন্ত করে দেখা হচ্ছে এবং ধৃতদের পরিচয় ও কার্যকলাপ যাচাই করা হচ্ছে। এলাকায় বর্তমানে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রয়েছে এবং অতিরিক্ত পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে যাতে কোনও অশান্তি না ঘটে। প্রশাসনের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, নির্বাচনের সময় আইনশৃঙ্খলা বজায় রাখতে কড়া নজরদারি চালানো হচ্ছে। ঘটনাটি রাজনৈতিকভাবে গুরুত্ব পাচ্ছে এবং বিভিন্ন দলের মধ্যে নতুন করে বিতর্ক তৈরি হয়েছে।স্থানীয় বাসিন্দাদের একাংশের মতে, বাইরের লোকজনের আগমন নিয়ে স্বচ্ছ নিয়ম থাকা প্রয়োজন এবং তা না থাকলে গ্রামাঞ্চলে উদ্বেগ বাড়ে। অন্যদিকে রাজনৈতিক মহলের দাবি, ভোটের আগে এই ধরনের ঘটনা আরও বাড়তে পারে এবং প্রশাসনকে সতর্ক থাকতে হবে। পটাশপুরের ঘটনার পর এলাকায় পরিস্থিতি স্বাভাবিক থাকলেও নজরদারি জোরদার রাখা হয়েছে বলে পুলিশ সূত্রে জানা গেছে। তদন্ত শেষে পুরো ঘটনার প্রকৃত কারণ ও তাঁদের কার্যকলাপ সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য প্রকাশ করা হবে বলে প্রশাসন জানিয়েছে এবং স্থানীয়দের শান্তি বজায় রাখ ার আহ্বান জানানো হয়েছে এলাকায় শান্ত পরিবেশ বজায় রাখার ওপর গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে বলে জানানো হয়েছে আছে।

কেন্দ্রীয় বাহিনীর গাড়িতে লরির ধাক্কা ! আহত জওয়ান-সহ ৪

নয়া জামানা, হুগলি ঃ বীরভূম যাওয়ার পথে ১৯ নম্বর জাতীয় সড়কে দুর্ঘটনায় আহত হলেন কেন্দ্রীয় বাহিনীর তিন জওয়ান ও গাড়ির চালক। সোমবার ভোরে হুগলির গুড়াপ থানা এলাকার কাছে একটি লরির সঙ্গে স্করপিও গাড়ির মুখোমুখি সংঘর্ষে এই দুর্ঘটনা ঘটে। আহতদের দ্রুত উদ্ধার করে বর্ধমানের একটি বেসরকারি হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। পুলিশ জানিয়েছে, তাঁদের অবস্থা বর্তমানে স্থিতিশীল।পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, দুর্ঘটনাগ্রস্ত স্করপিও গাড়িতে আইটিবিপি-র এক মেডিক্যাল অফিসার, এক সিনিয়র কম্যান্ডেন্ট ও এক নিরাপত্তারক্ষী ছিলেন। তাঁরা গুজরাট থেকে ট্রেনে কাঁথি স্টেশনে পৌঁছে সেখান থেকে গাড়ি করে বীরভূমের মোড়গ্রামের দিকে রওনা দেন।যাত্রাপথে ১৯ নম্বর জাতীয় সড়কের গুড়াপ এলাকায় পৌঁছাতেই একটি লরির সঙ্গে তাঁদের গাড়ির সংঘর্ষ হয়। সংঘর্ষের তীব্রতায় গাড়িটি দুমড়ে-মুচড়ে যায় এবং চালকসহ সকলেই আহত হন।ঘটনার খবর পেয়ে গুড়াপ থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে আহতদের উদ্ধার করে হাসপাতালে পাঠায়।

Naya Jamana Evening Edition.....9 October....adddddddd..._Layout 1 13-04-2026 15:35 Page 5

নাম রয়েছে গিনেস বুক অফ ওয়ার্ল্ড রেকর্ডসে !

কোন বিশ্বরেকর্ড রয়েছে আশা ভোঁসলের ?

কিংবদন্তি সঙ্গীতশিল্পী আশা ভোঁসলের প্রয়াণে শোকস্তব্ধ গোটা বিশ্ব। তাঁর দীর্ঘ আট দশকের কেরিয়ারে তিনি যে কেবল সুরের মায়া ছড়িয়েছেন তাই নয়, গড়েছেন একাধিক বিশ্বরেকর্ড।ভারতের সঙ্গীত আকাশ থেকে খসে পড়ল এক উজ্জ্বল নক্ষত্র। ৯২ বছর বয়সে চিরনিদ্রায় আচ্ছন্ন হলেন কিংবদন্তি গায়িকা আশা ভোঁসলে। শনিবার মুম্বইয়ের ব্রিচ ক্যান্ডি হাসপাতালে হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে ভর্তি হওয়ার পর রবিবার সকালে সুরের মায়া কাটিয়ে না ফেরার দেশে চলে গেলেন 'আশা তাই'। তাঁর প্রয়াণে ভারতীয় সংগীতে এমন এক শূন্যতা তৈরি হলো যা অপূরণীয়।আশা ভোঁসলে কেবল একজন গায়িকা ছিলেন না, তিনি ছিলেন এক চলন্ত ইতিহাস। ২০১১ সালে গিনেস বুক অফ ওয়ার্ল্ড রেকর্ডস তাঁকে 'মোস্ট-রেকর্ডেড আর্টিস্ট' হিসেবে স্বীকৃতি দেয়। ২০ টিরও বেশি ভারতীয় ভাষায় প্রায় ১১,০০০-এর বেশি একক, দ্বৈত এবং কোরাস গান গেয়েছেন তিনি। কিছু সূত্র অনুযায়ী, তাঁর মোট গানের সংখ্যা ১২,০০০-এরও বেশি। এই বিপুল সংখ্যক গান রেকর্ড করা বিশ্বের যেকোনো সংগীতশিল্পীর কাছে এক স্বপ্নাতীত মাইলফলক।১৯৪৩ সালে শুরু হওয়া তাঁর এই দীর্ঘ সফরে আশা ভোঁসলে নিজেকে কোনও নির্দিষ্ট গণ্ডিতে সীমাবদ্ধ রাখেননি। শাস্ত্রীয় সঙ্গীত থেকে শুরু করে গজল, পপ, কিংবা ক্যাবারে; প্রতিটি ঘরানায় তিনি ছিলেন অপ্রতিদ্বন্দ্বী। হিন্দি, মারাঠি ও বাংলার পাশাপাশি তামিল, মালয়ালম, এমনকি ইংরেজি এবং রাশিয়ান ভাষাতেও তাঁর কণ্ঠের জাদু মুগ্ধ করেছে শ্রোতাদের। 'পিয়া তু আব তো আ যা', 'দম মারো দম', 'চুরা লিয়া হ্যায়' কিংবা 'ইন আঁখো কি মস্তি'-র মতো গানগুলো চিরকাল অমর হয়ে থাকবে।সঙ্গীত জগতে তাঁর অনবদ্য অবদানের জন্য ২০০০ সালে তাঁকে ভারতীয় চলচ্চিত্রের সর্বোচ্চ সম্মান 'দাদাসাহেব ফালকে' পুরস্কারে ভূষিত করা হয়। ২০০৮ সালে ভারত সরকার তাঁকে 'পদ্মবিভূষণ' সম্মানে ভূষিত করে। মহারাষ্ট্রের সাংস্কৃতিক মন্ত্রী আশীষ শেলার তাঁর মৃত্যুর খবর নিশ্চিত করেছেন। আজ সোমবার সকাল ১১টা থেকে দুপুর ৩টে পর্যন্ত শিল্পীর মরদেহ তাঁর বাসভবনে রাখা থাকবে। বিকেল ৪টেয় মুম্বইয়ের শিবাজী পার্কে পূর্ণ রাষ্ট্রীয় মর্যাদায় তাঁর শেষকৃত্য সম্পন্ন হবে।

মৃত্যু মিলিয়ে দিল লতা-আশাকে!

সেটাও ছিল রবিবার। সাল ২০২২, ৬ ফেব্রুয়ারি, ইহজগত থেকে বিদায় নিলেন সুরসম্রাজ্ঞী লতা মঙ্গেশকর। এটাও আর এক রবিবার। ২০২৬, ১২ এপ্রিল। লতা মঙ্গেশকরের মৃত্যুর প্রায় চার বছর পর বিদায় নিলেন আশা ভোঁসলে। লতা এবং আশা দুজনেই মারা গেলেন ৯২ বছর বয়সে। শুধু তাই নয়, দুই বোন শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করলেন মুম্বইয়ের ব্রিচ ক্যান্ডি হাসপাতালে। শেষ বয়সে দুই বোনই মারা গেলেন মাল্টি অর্গান ফেলিওর হয়ে। কে বেশি ভাল গান করেন তা নিয়ে নাকি লতা-আশা দুই বোনের রেষারেষি ছিল। সেই রেষারেষির জন্য নাকি মনোমালিন্য কথা বন্ধ সবই হয়েছিল। তিক্ততা নিয়ে যত চর্চা হয়, মৃত্যুতে এমন মিল নিয়ে কি চর্চা হবে? সে কথা সময় বলবে। তবে মৃত্যু যে দুই বোনকে মিলিয়ে দিয়েছে অলক্ষ্যে সে কথা বলাই যায়। শোকের ছায়া প্রায় গোটা বিশ্বে। মুম্বইয়ের ব্রিচ ক্যান্ডি হাসপাতালে ভর্তি ছিলেন। মৃত্যুকালে বয়স হয়েছিল ৯২ বছর। ১১ এপ্রিল, শনিবার দুপুরের দিকে হঠাৎ শারীরিক অবস্থার অবনতি ঘটলে তাঁকে দ্রুত হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। তারপর থেকেই তিনি চিকিৎসকদের কড়া নজরদারিতে ছিলেন। বর্ষীয়ান গায়িকার শারিরীক অবস্থার অবনতি হতেই তাঁকে তড়িঘড়ি আইসিইউ-তে স্থানান্তরিত করা হয়েছিল। সেখানে অভিজ্ঞ কার্ডিওলজিস্টদের একটি বিশেষজ্ঞ দল তাঁর চিকিৎসা করছিলেন। কিন্তু চেষ্টা বিফলে। না ফেরার দেশে আশা ভোঁসলে। ব্রিচ ক্যান্ডি হাসপাতালের চিকিৎসক ড. প্রতীত সামদানি তাঁর মৃত্যুর খবর নিশ্চিত করেছেন।বুকে সংক্রমণ নিয়ে হাসপাতালে ভর্তি হয়েছিলেন আশা ভোঁসলে।

পরিবার সূত্রেই সেই খবর এসেছিল। বর্ষীয়ান গায়িকার নাতনি জানে ভোঁসলে সমাজমাধ্যমে লিখেছিলেন, 'আমার ঠাকুমা, আশা ভোঁসলে প্রচণ্ড ক্লান্তি এবং বুকে সংক্রমণের কারণে হাসপাতালে ভর্তি হয়েছেন।

আমরা আপনাদের কাছে আমাদের গোপনীয়তা বা ব্যক্তিগত পরিসরকে সম্মান জানানোর অনুরোধ করছি। তাঁর চিকিৎসা চলছে এবং আশা করছি সবকিছু ঠিক হয়ে যাবে। আমরা আপনাদের সবটা জানাব।'

সম্পাদক ঃ মানস কুমার দাস ।। সংবাদ নয়া জামানার পক্ষে প্রকাশক ও স্বত্বাধিকারী মানস কুমার দাস কর্তৃক ১০৯,মেঘনাথ সাহা সরণী, নিউ ব্যারাকপুর,কলকাতা -৭০০১৩১ থেকে ডিজিটালি প্রকাশিত।